Islami Ain O Bichar
Vol. 13, Issue 51& 52
July-Sept. & Oct.-Dec. 2017

ইসলামের আলোকে পর্যটনঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Tourism in the Light of Islam: A Theoretical Review

Wayej Kuruni*
Mst. Marifa Akter**

ABSTRACT

From the very beginning of human history tourism has been started. Once people traveled and migrated for their survival. But now, it is a significant industry. Though modern tourism has been spreading up for relieving daily life's tiredness and affliction, its commercial appeal cannot be denied. One-tenth of the transaction of modern world economy goes through tourism sector. The motivation and ingredients of Islamic tourism are different from conventional tourism that's why spending time and money only for recreational activities are not promoted here. This study, by studying the texts of Quran and Hadīth about tourism, suggests that in Islam tourism is advocated generally for seeking mental satisfaction, and especially for discovering and obtaining knowledge about the secrets of the creation of Allah. It also reveals that halāl goods and services are the preconditions of Islamic tourism. This article in adopting an analytical method shows that though Islamic tourism is becoming popular day by day but because of various obstacles, most of the Muslim countries cannot improve their tourism sector accordingly and thereby offers some recommendations that would help Islamic tourism sector flourish.

Keywords: tourism; Islamic tourism; halāl tourism industry; travel; hospitality.

* Wayej Kuruni, Master of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh, email: wayejkuruni@gmail.com
** Mst. Marifa Akter, Master of Sociology, University of Dhaka, Bangladesh, email: marifadu1993@gmail.com

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে পর্যটনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। একসময় মানুষ জীবনের প্রয়োজনে পর্যটন করলেও বর্তমান বিশ্বে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক শিল্প। মানুষের নৈমিত্তিক কার্যাবলির একঘেয়েমিতা দূর করে নতুন কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য আধুনিক পর্যটন শিল্পের উদ্ভব হলেও এর বাণিজ্যিক দিক অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক বিশ্ব-অর্থনীতির একদশমাংশ লেনদেন পর্যটন খাতে হয়ে থাকে। ইসলাম অনুমোদিত পর্যটন উদ্দেশ্য ও উপাদানগত দিক দিয়ে প্রচলিত পর্যটন হতে আলাদা। সুতরাং শুধুমাত্র সাময়িক চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে সময় ও অর্থব্যয় ইসলামের দৃষ্টিতে অনুমোদিত নয়। আল-কুরআনে বর্ণিত পর্যটন সম্পর্কিত আয়াত এবং রাসূল স. এর হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করে এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বৃহত্তর অর্থে আল্লাহর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা, আবিষ্কার, শিক্ষাগ্রহণ, মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্যই পর্যটনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম নির্দেশিত পর্যটনের পূর্বশর্ত হলো, হালাল সেবা ও পণ্য, ইবাদাতের সুব্যবস্থা, শরীয়াসম্মত আবাসন ও পর্যটন স্পট, যানবাহন ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বে পর্যটন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশ বিভিন্ন কারণে পর্যটন শিল্পকে উন্নত করতে সক্ষম হচ্ছে না। বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ গবেষণাকর্মে ইসলামের আলোকে পর্যটনের উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

মূলশব্দঃ পর্যটন, ইসলামের আলোকে পর্যটন, হালাল পর্যটনশিল্প, ভ্রমণ, আতিথেয়তা।

ভূমিকা

ইসলাম মানুষের পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শনের পাশাপাশি তার ইহকালীন প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব প্রদান করে। মানুষের জীবনের যে সব বিষয় ইসলামী বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলো সাধারণভাবে অনুমোদিত। ইসলাম মানুষের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সৃষ্ট জীবনাচরণকে বর্জন না করে এর ক্ষতিকারক দিকগুলোকে বর্জন করার উপকারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এ ব্যবস্থায় প্রাত্যহিক জীবনের সকল কার্যক্রম, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বিধি-বিধান, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম মাত্রই এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, শরীয়া মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধন, অকল্যাণ দূরীভূতকরণ এবং পরকালীন মুক্তির পথ। মানুষের জন্য আল্লাহর বিধান প্রকৃতপক্ষে তার অপার দয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

আমি আপনাকে মানুষের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি (Al-Qurān, 21: 107)।

ইমাম শাতিবীর অভিমত হলো, শরীয়া প্রণেতা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সৃষ্টির কল্যাণকে মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন[১] (Al-Shātibī 2012, 1/134)।

ইবনুল কাইয়্যিম এর মতে, শরীয়া মূলত বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। ন্যায়বিচার, দয়া, উত্তম চরিত্র এসবই শরীয়ার অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং যা কিছু এগুলোর বিপরীত অবস্থানে থাকবে তা শরীয়া হতে পারে না[২] (Al-Jawziyyah 2004, 3/3)। এভাবেই Maqāsid Al-Sharī'ah (শরীয়ার উদ্দেশ্য) নামক পরিভাষার উৎপত্তি হয়েছে। শরীয়া কর্তৃক এসব নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য (মাক্বাসিদ আশ শরীয়া) মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার গঠন, ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণ, কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি শান্তিময় পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে ইসলাম এক অনন্য জীবন ব্যবস্থা। শিল্প উন্নয়নের অসম প্রতিযোগিতার ব্যস্ত আধুনিক বিশ্বে মানুষের কর্মক্লান্ত জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পর্যটনশিল্প। মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ে শরীয়ার ভারসাম্যপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী মুসলিম হওয়ায় মাকাসিদ আশ শরীয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচলিত পর্যটন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে এর অবস্থান নির্ণয় করা সময়ের দাবি। এই গবেষণা কর্মে আধুনিক বিশ্বে পর্যটনের প্রকৃতি ও ধরণগুলো ইসলামী শরীয়ার আলোকে যাচাই ও বিশ্লেষণ করে এর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামী শরীয়ার মূল উৎস থেকে পর্যটন সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে ইসলামের আলোকে পর্যটন ব্যবস্থা কেমন হবে তা দেখানো হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রচলিত ও আধুনিক পর্যটনের বিকাশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর প্রচুর গবেষণা কর্ম, বইপুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশিত হলেও ইসলামের আলোকে পর্যটন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তসমৃদ্ধ উপাদান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া এবং তুরস্ক অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। ইরান, সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলোও ইসলামী পর্যটনের উন্নয়নের চেষ্টা করছে। ইসলামে পর্যটন সম্পর্কিত বই-পুস্তক ও গবেষণাকর্মের সবই

১. أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق

২. فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلها، ومصالحُ كلها، وحكمةٌ كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل

ইংরেজী, আরবী, তুর্কি এবং অন্যান্য ভাষায় রচিত। ইন্টারনেট এবং অন্যান্য প্রাপ্ত সূত্র হতে পর্যটন এবং ইসলামে পর্যটন সম্পর্কিত গবেষণা কর্ম অধ্যয়ন করে এ ব্যাপারে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার কিয়দাংশ এখানে প্রদান করা হলো।

Din, K. H. (1989) রচিত Islam and tourism: Pattern, issues, and options শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে মুসলিম দেশগুলোতে পর্যটক আগমনের ধরন নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে পর্যটন উন্নয়ন কৌশল ও পলিসির ওপর ধর্মের প্রভাব কেমন তা যাচাই করা হয়েছে। এজন্য তিনি মালয়েশিয়ার মত একটি মুসলিম দেশের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করে তার গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, ইসলামে ভ্রমণ ও আতিথেয়তাকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলোর পর্যটন নীতিতে ইসলামের প্রভাব খুব সামান্যই। এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মদ ও মাদক জাতীয় পানীয় ইত্যাদি পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে ওঠা পর্যটন শিল্পের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কিন্তু ইসলামে এসব নিষিদ্ধ হবার কারণে মুসলিম দেশগুলোতে এসব উপাদান সহজলভ্য করার সুযোগ নেই। ফলত আরব মুসলিম দেশগুলো থেকে যুবকশ্রেণি মালয়েশিয়ার মত মুসলিম দেশ অপেক্ষা থাইল্যান্ডের মত অমুসলিম দেশকে পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিচ্ছে।

Omar, C. M. C., Islam, M. S., & Adaha, N. M. A. (2013) তাদের "Perspective on Islamic Tourism and Shariah Compliance in the Hotel Management in Malaysia" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, মালয়েশিয়ায় পর্যটন শিল্পে শরীয়াসম্মত হোটেল ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণে অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে পর্যটকের আগমন বেড়েছে, এমনকি তা শতকরা ৫৫ ভাগে পৌঁছেছে।

পর্যটন শিল্পে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বহু উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকার কারণে মুসলিম দেশগুলো যাতে শিল্পটিতে পিছিয়ে না পড়ে তার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় Battour, M., & Ismail, M. N. (2016) রচিত Review Halal Tourism: Concepts, practises, challenges and future প্রবন্ধে।

Tajzadeh, N. A. A. (2013) রচিত Value Creation in Tourism: An Islamic Approach শীর্ষক প্রবন্ধে কিভাবে ইসলামের আলোকে পর্যটন শিল্পকে শক্ত অবস্থানে দাঁড় করানো যায়, সে বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন গণমাধ্যম বা মিডিয়াকে ব্যবহার করা।

প্রচলিত ধারণায় পর্যটন

মানবসভ্যতার ইতিহাসের সাথে পর্যটন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ বাধ্য হয়ে জীবন ও জীবিকার তাগিদে দলবদ্ধভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে

স্থানান্তরিত হতো। পরবর্তীতে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ স্থায়ীভাবে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করা শুরু করলেও সময়ের প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করতো। তৎকালীন সময়ে যা ছিল প্রয়োজনীয়, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিককালে তা পর্যটন হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়। বহুমুখী প্রভাবের কারণে পর্যটনকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

পর্যটন শিল্প সম্পর্কে লিখিত বহুল পঠিত Tourism: principles, practices, philosophies শীর্ষক বই এর লেখকদ্বয় পর্যটনকে একটি ব্যাপক অর্থবোধক বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, "Tourism is a complex phenomenon and it is a challenging task to offer a succinct definition of this concept" পর্যটন এমন একটি বহুমুখী প্রপঞ্চ যে, কোনো সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার মাধ্যমে এর ধারণা প্রদান করা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার" (Goeldner and Ritchie 2012, 12)।

পর্যটনকে বিভিন্ন উপকার লাভের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করে কেউ কেউ বলেন, "পর্যটন এমন একটি মাধ্যম, যার দ্বারা মানুষ তার কাজের চাপ ও প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমী দূর করতে পারে, পাশাপাশি নতুন জায়গার অভিজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক উপকার লাভ করে" (Homayoun 2005, 26)।

পর্যটকের পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে কেউ কেউ পর্যটনের সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। যেমন Naqoor বলেন, السائح هو المسافر لأي مكان، و لأي غرض، غير هجرة وعمل "পর্যটক হলেন এমন ভ্রমণকারী, যিনি অভিবাসন ও কাজের উদ্দেশ্য ব্যতীত যেকোন স্থানে এবং যেকোন উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন" (Naqūr 2003, 17)।

United Nation's World Tourism Organization (UNWTO) বিশ্ব পর্যটন সংস্থা পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্যটকরূপে আখ্যায়িত করতে গিয়ে বলেছে, "Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes." যিনি ধারাবাহিকভাবে অনধিক এক বছরের জন্য, স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে কোন দেশ বা অঞ্চলের দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন অথবা অবসর, বিনোদন, ব্যবসায়িক বা অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন তাকে পর্যটক বলা হয় এবং পর্যটকের কর্মকাণ্ডকে পর্যটন বলা হয়" (UNWTO 1995, 14)।

Bangladesh Tourism Board Act, 2010 অনুযায়ী "পর্যটক এমন ব্যক্তি, যিনি তাহার স্বাভাবিক বসবাসের স্থান হইতে অন্য কোন নতুন স্থানে উপার্জনমূলক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ব্যতীত অবকাশযাপন, বিনোদন, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বা অন্য যে কোন কারণে গমন করিয়া অনধিক এক বৎসর অবস্থান করেন" (BTB Act, 2010 Section 2/3)।

১৯৯১ সালে কানাডার অটোয়াতে জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) কর্তৃক আয়োজিত "ভ্রমণ এবং পর্যটন পরিসংখ্যান" শীর্ষক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্প্রদায় পর্যটন বিষয়ক পূর্বেকার কর্মকাণ্ড যাচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক পর্যটন, ভ্রমণকারী এবং পর্যটক ইত্যাদি পরিভাষার সংজ্ঞায়নে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে "জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশন" কর্তৃক এসব সুপারিশ গৃহীত হয়। (UNWTO) কর্তৃক গৃহীত সংজ্ঞার মাধ্যমে পর্যটনের ধারণাকে 'অবকাশ কাটানোর' গতানুগতিক ধারণার গণ্ডি থেকে বের করে আনা হয় (Goeldner & Ritchie 2012,7)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পর্যটন একটি ব্যাপক অর্থব্যোদক বিষয় এবং অবসরকেন্দ্রিক কার্যক্রম, যার দ্বারা মানুষ শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিদ উপকার লাভ করে। প্রথমত, নিয়মিত কর্মকাণ্ড হতে সাময়িক অবসরগ্রহণ, দ্বিতীয়ত পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে মানসিক প্রশান্তি লাভ, তৃতীয়ত মানসিক ও শারীরিক অবসাদ দূর করে সতেজ হয়ে প্রাত্যহিক কাজে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অনধিক এক বছরের জন্য মানুষ স্বদেশ অথবা বিদেশে ভ্রমণ করে থাকে। পর্যটনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্যটক হিসেবে অভিহিত করা হয়, যিনি এক বছরের কম সময় পর্যটনে অতিবাহিত করতে পারেন।

পর্যটনের প্রকারভেদ

১৯৯৪ সালে পর্যটকের ধরনের ওপর নির্ভর করে জাতিসংঘ কর্তৃক পর্যটনের তিনটি ধরন নির্ধারণ করা হয়।

Domestic tourism (অভ্যন্তরীণ পর্যটন)-কোন নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত জনগোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত পর্যটন যদি উক্ত দেশের অভ্যন্তরীণ কোনো স্থানে সম্পাদিত হয়, তা অভ্যন্তরীণ পর্যটন হিসেবে গণ্য হবে।

Inbound tourism (সীমাবদ্ধ পর্যটন)- কোন নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত অস্থায়ী জনগোষ্ঠী বা বিদেশীদের দ্বারা সংঘটিত পর্যটন যদি উক্ত দেশের অভ্যন্তরীণ কোনো স্থানে সম্পাদিত হয়, তবে তা সীমাবদ্ধ পর্যটন হিসেবে গণ্য হবে।

Outbound tourism (বহিঃস্থ পর্যটন)- অন্য দেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কোন নির্দিষ্ট দেশের স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য। কোনো নির্দিষ্ট দেশের অধিবাসী স্বদেশের বাইরে অন্য কোনো দেশে ভ্রমণ করলে তা বহিঃস্থ পর্যটন হিসেবে গণ্য হবে (UNWTO 1994, 5)।

পর্যটনের ক্রমবিকাশ

একুশ শতাব্দীর পর্যটকগণ বিলাসবহুল প্লেন ও ট্রেনে চড়ে ভ্রমণ করেন। তারা যদি ভাবেন যে, এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আধুনিক সভ্যতার অবদান, তাহলে ভুল

হবে। কেননা, বিলাসবহুল প্লেনে হোক আর পশুর পিঠে চেপে হোক, পাঁচ তারকা হোটেল হোক অথবা গুহা, এগুলো সব আদিযুগের পর্যটনেরই আধুনিক রূপ। প্রাচীনকালে নতুন বাসস্থান ও জীবিকার সন্ধানে মানুষ পায়ে হেটে ভ্রমণ করত। অতঃপর বন্যপ্রাণী বশ মানিয়ে বাহন হিসেবে এসব প্রাণীকে ব্যবহার করত তারা। এধরনের স্থানান্তরকালীন ভ্রমণকেই আধুনিক কালের পর্যটনের সূচনাকাল বলা হয়। মানুষ দিনে দিনে সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে সামনে এগুতে শুরু করে। এক সময়কার জীবনের প্রয়োজনে করা কাজগুলো বর্তমানে ভিন্নরূপে আবশ্যকীয় হয়ে ওঠেছে। এখন বাসস্থান ও জীবিকার তাগিদে স্থানান্ত রকালীন ভ্রমণকে আর পর্যটন বলা হয় না। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ জীবনের তাগিদে ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত ছিলো, যদিও তাকে আধুনিক পরিভাষায় পর্যটন হিসেবে সাব্যস্ত করা না হলেও মূলত পর্যটনের সূচনা ওখান থেকেই। এক সময়ের প্রয়োজনীয় স্থানান্তর যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে হয়ে গেলো চিত্ত-বিনোদনের উপায়।

পর্যটনের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ধারা নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী চিত্রিত করা যায়:

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৪০০০ সনের দিকে বেবিলনবাসীদের মুদ্রা আবিস্কারের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। তাদের সময়ে চাকাও আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যানবাহন আবিষ্কারের অর্জন তাদের দেয়া যেতে পারে।

শুরুর দিকে মিসরে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ বছর আগে পিরামিড ও ফারাওদের সমাধি পরিদর্শন ও প্রার্থনা করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষের সমাগম হত। এ আগমনের কারণ যতটা না ধর্মীয় ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল কৌতুহলপূর্ণ।

খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সালের দিকে গ্রিকরা নগররাষ্ট্র হতে প্রতি চার বছর পর পর তাদের কল্পিত দেবতা জিউসের সম্মানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। এ উৎসব উপভোগ করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও শহর থেকে পর্যটকদের আগমন ঘটত। তারা মূলত উৎসব, ক্রীড়া এবং ধর্ম সর্বমুখী আকর্ষণে আসতো। যদিও এসবে ভ্রমণকারীদের মধ্যে উৎসবমুখী, ব্যবসায়ী, রোগী বেশি ছিল। তথাপি তখনো একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিল, যারা শুধুমাত্র পর্যটক। এমনই একজন হলেন ইতিহাসের জনক গ্রিসের অধিবাসী হেরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪- খ্রিস্টপূর্ব ৪২৫)। তিনি সমগ্র গ্রিস ভ্রমণ করে উত্তর আফ্রিকার দিকে রওনা হন। তিনি উত্তর ইতালি, সিসিলি ভ্রমণ করে এশিয়া মাইনর হয়ে জাহাজযোগে সিরিয়া চলে যান, অতঃপর ব্যবিলন শহর দর্শন করেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ সনের দিকে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে এফিসাসে (বর্তমান তুরস্ক) আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট কর্তৃক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু হওয়ার শুরুর দিকের সময়ে প্রায় ৭০০,০০০ পর্যটক নগরে বিনোদন লাভের উদ্দেশ্যে জড়ো হতো। প্রাচীন

যুগে আলেকজান্ডারের (৩৫৬ খ্রিস্টপূর্ব-৩২৩ খ্রিস্টপূর্ব) অধীনে এফিসাস গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্র এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরে পরিণত হয় (Goeldner & Ritchie 2012, 34)।

ভূমধ্য সাগরের সংলগ্ন দেশগুলোতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ সময়ে পর্যটনে এক উল্লেখযোগ্য বিবর্তন সাধিত হয়। পশ্চিমা সভ্যতায় ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম, উৎসব, চিকিৎসা এবং শিক্ষা উপলক্ষ্যে পর্যটনের উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ হতে থাকে।

এক নজরে পর্যটন ক্রমবিকাশের কালপঞ্জি

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ সন হতে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর্যটন শিল্পের ক্রমবিকাশের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো নিম্নরূপ-

এ সময় সুমেরিয়রা (মেসোপটেমীয় ও ব্যবিলনীয়) প্রথম মূদ্রা আবিষ্কার করে। কীলকাকার লিখন পদ্ধতি (Cuneiform), চাকা এবং পর্যটন গাইডের ধারণাও তাদের থেকে শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সনের দিকে ফিনিশিয়রা সমুদ্রপথে ব্যবসা শুরুর মাধ্যমে সমগ্র ভূমধ্যসাগরে চলাচল শুরু করে। ধারণা করা হয়, সম্ভবত তারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জগুলো পর্যন্ত পাড়ি দিতে সক্ষম হয়। পশ্চিম আফ্রিকার উপকুলীয় অঞ্চল জুড়ে তাদের চলাচল ছিল বলে মনে করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩২৩ সনে মহাবীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট গ্রিস হতে এশিয়াতে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি আফগানিস্তান ও কাশ্মীর এলাকায় অবস্থিত হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছান (Goeldner, & Ritchie, 2012, 44)।

৫০০ খ্রিস্টাব্দে পলিনেশিয়রা সোসাইটি আইল্যান্ড হতে হাওয়াই এর উদ্দেশ্যে পানিপথে যাত্রা করে, যার দূরত্ব ছিল প্রায় ২০০০ মাইল। ৮০০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ সনে নরওয়ের ভাইকিংরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকার উপকুল আবিষ্কার করে। ১২৭১-১২৯৫: ব্যবসায়ী মার্কো পোলো (১২৫৪-১৩২৪ খ্রি.) পারস্য (বর্তমান ইরান), তিব্বত, গোবি মরুভূমি, মিয়ানমার, সিয়াম, জাভা, সুমাত্রা, ভারত, সিলন, সাইবেরিয়ান আর্কটিক এবং অন্যান্য এলাকা ভ্রমণ করেন (Polo 1918, 10)। ১৩২৫-১৩৫৪: মরক্কোর অধিবাসী মুসলিম ইবনে বতুতা যাকে ইসলামের মার্কো পোলো নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ভারত, চীন, স্পেন এবং আফ্রিকার তিম্বুকতু ভ্রমণ করেন। এছাড়াও তিনি ৬ বার মক্কায় গিয়ে হজ্জ আদায় করেন। ইবনে বতুতা "কিতাবুর রিহ্‌লা" নামক ভ্রমণ গ্রন্থে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন (Battuta 2004, 44.)। ১৪৯২-১৫০২: ক্রিস্টোফার কলাম্বাস নতুন বিশ্বকে আবিষ্কার করেন, যার মধ্যে ছিলো বাহামা দীপপুঞ্জ, কিউবা, জ্যামাইকা, সেন্ট্রাল আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর

উপকুল। ১৫১৩-১৬০৬: ভাস্কো ন্যুনেজ ডি বলবোয়া নামক স্প্যানিশ আবিষ্কারক প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন। ফার্দিনান্দ ম্যাগেল্লান স্পেন হতে পশ্চিম দিকে জাহাজে যাত্রা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো সারাবিশ্বকে ঘুরে দেখা। তিনি ফিলিপাইনে এসে নিহত হলে তার জাহাজের নাবিকেরা পথের বাকি অংশ সমাপ্ত করে। ফ্রান্সিস্কো ভ্যাস্কুয়েয ডি করোনাডো নামক স্পানিশ আবিষ্কারক, মেক্সিকো, আরিজোনা, টেক্সাস, ওকলাহামা এবং আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর সন্ধানে ভ্রমণ করেন। ইংরেজ আবিষ্কারক ও কলোনাইজার বার্থোলোমিউ গোসনল্ড বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকুলে ভ্রমণ করেন। ১৬০৬ সালে তার জাহাজে করে ভার্জিনিয়াতে প্রথম বসবাসকারী আসে। ১৭৬৮-১৮০৮: ইংরেজ নৌ অফিসার জেমস কুক উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল আবিষ্কার করেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে নিউ ক্যালেডনিয়া, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং হাওয়াই দীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। আলেক্সান্ডার ম্যাকেনজি নামক জনৈক স্কটিশ পর্যটক সর্বপ্রথম স্থলপথে উত্তর আমেরিকা ও উত্তর মেক্সিকো ভ্রমণ করেন। আর্কটিক মহাসাগরে পতিত হওয়া একটি নদী আবিষ্কার করেন, যা তার নামে নামকরণ করা হয়। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিত হওয়া ফ্রেজার নদীরও আবিষ্কারক। ১৮০৪-১৮৬৩: মেরিওয়েদার লুইস এবং উইলিয়াম ক্লার্ক নামক দুজন আমেরিকান নাগরিক এক অভিযানের মাধ্যমে আমেরিকার পশ্চিমাংশ আবিষ্কার করেন, যেখানে তারা কলাম্বিয়া নদী এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করেন। জন এইচ স্পেকে নামক জনৈক ইংরেজ নাইল নদীর উৎস আবিস্কার করেন (Goeldner, & Ritchie, 2012, 45)।

১৯০৩ সালকে পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় বছর হিসেবে মনে করা হয়। এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনাতে উইলভার ও অরভিল রাইট নামে দু'ভাই সর্বপ্রথম গ্যাসে চালিত বিমান আবিষ্কার করেন। ১৯২৫-১৯৫৫: উইলিয়াম বিবে নামক জনৈক আমেরিকান ডুবুরি ও আবিষ্কারক গভীর সমুদ্রে প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত গোলক (বাথিস্ফার) এর বিকাশ ঘটান। এলিজাবেথ মার্শাল থমাস নামক জনৈক আমেরিকান নাগরিক কর্তৃক সেন্ট্রাল আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬৯: নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন (বাজ) অলড্রিন জেআর ও মিশেল কলিন্স নামক তিনজন আমেরিকান নভোচারী চাঁদে ভ্রমণ করেন। মানবেতিহাসের এক স্মরণীয় দিন ছিল এটি।

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন শিল্পের অবস্থা

আধুনিক কালে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল উপাদানের ক্রমবিকাশের কারণে পর্যটন শিল্পে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পর্যটন শিল্প বর্তমান বিশ্বের প্রথম দু'তিনটি শিল্পের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পর্যটনের

মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। পর্যটনকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার এক বিশাল দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্বের সকল বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে "Tourism and Hospitality Management" নামে বিভাগ চালু হয়েছে।

২০১৭ সালের প্রথম ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন) আন্তর্জাতিক পর্যটনে প্রায় ৫৯৮ মিলিয়ন পর্যটক বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন, যা এর আগের বছরের একই সময়ে শতকরা ৬ ভাগ (৩৬ মিলিয়ন) বেশি। ২০১৭ সালে পর্যটক বৃদ্ধির এ হার ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সাম্প্রতিক বছরগুলোর চেয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। ভ্রমণ-পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ২০১৬ সালে পর্যটন বিশ্ব অর্থনীতিতে সরাসরিভাবে ২.৩ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ১০৯ মিলিয়ন চাকুরির সংস্থান করেছে। একটু বৃহত্তর পরিসরে দেখলে এটি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রায় ৭.৬ ট্রিলিয়ন ডলার এবং ২৯২ মিলিয়ন চাকুরি যোগ করেছে, যা বিশ্বের জিডিপির শতকরা ১০.২ ভাগ। বিশ্বের ১০ ভাগের ১ ভাগ চাকুরি প্রদান করছে পর্যটন সেক্টর। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সূত্র অনুযায়ী ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটকের আগমন সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ১২৩৫ মিলিয়নে গিয়ে ঠেকেছে, যা ২০১০ সালে ছিল ৯৪০ মিলিয়ন আর ২০০০ সালে যে সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭৪ মিলিয়ন। এই আগমনের হারের ওপর ভিত্তি করে সংস্থা হতে শীর্ষ ১০টি দেশের একটি তালিকা করে থাকে (UNWTO 2017, 6)।

ইসলামে পর্যটন

ইসলামে পর্যটনের আলোচনা সাম্প্রতিক মনে হলেও এর ইতিহাস বহু পুরনো। যুগে যুগে নবীগণ আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য স্থানান্তরিত হয়েছেন। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভ্রমণ করেছেন বহু নবী ও রাসূল। যুগে যুগে মজলুম জনপদকে জালিমের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করতে দেশ-দেশান্তরে বেরিয়েছেন আল্লাহর নবী, রাসূল এবং তাদের অনুসারীগণ। রাসূলুল্লাহ স.-এর ওফাত পরবর্তীকালে হাদীস সংগ্রহ ও শিক্ষা লাভের জন্য মুসলিম মনীষীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন। বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও হজ্জ পালনের জন্য মুসলিমগণ নানা দেশ হতে মক্কায় আগমন করেন। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে পর্যটনের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূল স.-এর মুখনিসৃত বাণীগুলোর মধ্যে পর্যটন সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পর্যটন সম্পর্কিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব বর্ণনাতে ৪টি আরবী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পর্যটন,

ভ্রমণ সম্পর্কিত সেসব আরবী প্রতিশব্দগুলো হলো زيارة، السياحة ، سير، رحلة ইত্যাদি। رحلة অর্থ ভ্রমণ, সফর, যাত্রা, প্রস্থান, (বিমানের) ফ্লাইট। (Fazlur Rahman 2015, 504)। سفر অর্থ ভ্রমণ, যাত্রা, দূরত্ব অতিক্রম ইত্যাদি (Fazlur Rahman 2015, 565)। سير অর্থ ভ্রমণ, গমন, যাতায়াত ইত্যাদি (Fazlur Rahman 2015, 583)।

السياحة শব্দের অর্থ বিনোদন, অনুসন্ধান, গবেষণা ও আবিষ্কার প্রভৃতি উদ্দেশ্যে কোনো দেশে অথবা একদেশ হতে অন্য দেশে ভ্রমণ করা (Al-Mu'jam al-Wasīt 2004, 467), পর্যটন, ভ্রমণ, সফর ইত্যাদি (Fazlur Rahman 2015, 582)।

আল কুরআনের ৩ স্থানে السياحة শব্দের ব্যবহার রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. ﴿فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾

"অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ (পবিত্র) ভূখণ্ডে (আরো) চার মাস কাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন" (Al-Qurān, 9: 2)।

২. ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, সংযমী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুত সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে" (Al-Qurān, 9: 112)।

অত্র আয়াতে سائح শব্দের অর্থে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়-
ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা রা. এর মতে السَّائِحُونَ এর অর্থ রোযাদার। কেননা, একজন রোজাদার খাবার, পানীয় এবং জৈবিক আস্বাদন পরিত্যাগ করে থাকে (Al-Tabarī 2001, 14/502-506)।

আতা রা. 'মুজাহিদ' অর্থে গ্রহণ করেছেন, ইকরামা রা. এর মতে হাদীস ও জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণকারী, কারো মতে, আলস্নাহর তাওহীদ, সৃষ্টিনৈপুণ্য ও নিদর্শনাবলির ওপর গবেষণার উদ্দেশ্য পরিভ্রমণকারী। (Al-Qurtubī 2007, 9/112)।

ইবনে আশূর এর মতে, সিয়াহার অর্থ আলস্নাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর নির্দেশাবলি পালনের মহৎ উদ্দেশ্য সফর করা। যেমন- দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে

হিজরত করা, হজ্জের জন্য সফর করা, জিহাদের জন্য সফর করা। তবে উপর্যুক্ত আয়াতে জিহাদের জন্য সফরের ব্যাখ্যাটাই অধিকতর উপযোগী বলে তিনি মনে করেন (Ibn 'Āshūr 1993, 1/191)।

৩. ﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾

যদি নবী তোমাদের তালাক দিয়ে দেন, তাহলে তার পালনকর্তা তোমাদের পরিবর্তে তাকে এমন সব স্ত্রী দিতে পারেন, যারা তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী (Al-Qurān, 66: 5)।

ইবনে আব্বাস, হাসান ও ইবনে জুবায়ের রা. এর মতে, উপর্যুক্ত আয়াতে سائح এর অর্থ রোযাদার। যায়েদ ইবনে আসলাম ও তার পুত্র আব্দুর রহমানের মতে হিজরতকারী নারী (Al-Qurtubī 2007, 9/112)।

السياحة শব্দ হতে المسيح শব্দটি এসেছে, যা ঈসা আ. এর উপাধি। কোনো কোনো বর্ণনাকারীর মতে, তিনি জমিনে ভ্রমণ করতেন, এ কারণে তাকে المسيح বলা হয় (Al-Zhubaidī 1994, 491)।

নবী ও ওলীগণের পর্যটন

এমন বহু নবী ও ওলী ছিলেন, যারা আল্লাহর সত্য দীন ও আক্বিদার প্রতি মানুষকে পথ দেখানোর জন্য সফর করে তাদের জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। ঈসা আ. সারাদিন বিভিন্ন স্থানে সফর করতেন এবং যেখানে রাত হতো সেখানেই জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। সুলায়মান আ. তার হাওয়াই বাহনযোগে একদিনে এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾

"আর আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত" (Al-Qurān, 34:12)।

এমনিভাবে আল কুরআনে মুসা আ. এবং খিজির আ. এর একত্রে ভ্রমণের কথাও বর্ণিত হয়েছে, যারা একত্রে বহু আশ্চর্যজনক স্থান ভ্রমণ করেন (Al-Qurān, 18: 60-81)।

একই সূরায় আল্লাহ তাআলা যুলক্বারনাইন এর ভ্রমণের কথাও বর্ণনা করেছেন। যুলক্বারনাইন পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ভ্রমণ করেছিলেন।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا - فَأَتْبَعَ سَبَبًا - حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾

"তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন" (Al-Qurān, 18: 83-86)।

নুবুওয়াতের দশম বছরে (৬১০ খ্রি.) রাসূল স.-এর চাচা আবু তালিব এবং তার স্ত্রী খাদিজা ইন্তিকাল করেন। তাঁকে কাছে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে উপহার প্রদান করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে ৭ম আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করান। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ভ্রমণ আজো এক রহস্যে ঘিরে আছে। আল্লাহ বলেন:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল" (Al-Qurān, 17:1)।

ইসলামের ইতিহাসে পর্যটন

৬১০ ঈসায়ী সনে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ পরিদর্শন করতে আসতো। আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল স. এবং তাঁর সাহাবীরা আরববিশ্ব ছাড়িয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করতেন। মুসলিম ব্যবসায়ীরা দেশে দেশে ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে যেতেন। এছাড়া নতুন দেশ জয় করা, অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে নির্যাতিত জনপদকে রক্ষা করা, মৌসুমী জলবায়ুর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া, অন্যদেশে বসবাস করার জন্য স্বদেশ ত্যাগ (হিজরত) এর জন্যেও সফর করতেন। তবে রাসূল স. এর ওফাতের পর সাহাবীরা তার বাণী بلغوا عني ولو آية "আমার পক্ষ হতে একটি কথা হলেও অন্যকে পৌঁছে

দাও" (Ibn Hībbān 1993, 18/6256) এ হাদীস শোনার পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন। জ্ঞানান্বেষণের জন্য দেশে দেশে মুসলমানদের ভ্রমণের বিষয়টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারীসহ হাদীস সংকলকগণ একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য দিনের পর দিন সফর করেছেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য দেশে-দেশে ভ্রমণের ওপর "আল-খতীব আল-বাগদাদী" (১০০২- ১০৭১ খ্রিস্টাব্দ) "الرحلة في طلب الحديث" নামে একটি প্রসিদ্ধ ভ্রমণসমগ্র রচনা করেছেন। এভাবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, চিকিৎসা প্রভৃতি প্রয়োজনে মুসলিমরা প্রাচীনকাল হতে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করেছেন। যদিও এর সবগুলো আধুনিক পর্যটনের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

তবে ইসলামের ইতিহাসে কয়েকজন মুসলিম পর্যটকের নাম পাওয়া যায়, যারা আল্লাহর সৃষ্টি দর্শন করার জন্যই সারা বিশ্বে সফর করেছেন।

১. ইবনে বতুতা [১৩০৪-১৩৬৯ খ্রি.], যাকে ইসলামের মার্কো পোলো হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি আধুনিক ৪৪ টি দেশ এবং মোট ৭৫০০০ মাইল ভ্রমণ করেন। তার ভ্রমণকাহিনী (الرحلة) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন (Battūta 2004, 44)।

২. ঝেং হে [১৩৭১-১৪৩৩ খ্রি.] চীনের উনহান প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম পর্যটক আজকের দিনে যার নামই অনেকে শুনেনি। যিনি চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে অতিপরিচিত একজন দুঃসাহসী কমান্ডার পর্যটক। তিনি ২৭ বছর ধরে মোট ৭বার বড় ধরনের অভিযান সম্পন্ন করে পূর্ব এশিয়া, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন।

৩. আবুল হাসান আল-মাস'উদী [৮৯৬-৯৫৬খ্রি.] একজন আরব ঐতিহাসিক এবং ভূগোলবিদ ছিলেন। যাকে আরবের হেরোডাটাস বলা হয়। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করে তা বিশ্বকোষ ও ভ্রমণকাহিনী আকারে লিপিবদ্ধ করেন। "مروج الجوهر ومعادن الذهب" (The Meadows of Gold) তার বিখ্যাত গ্রন্থ।

৪. স্পেনের সিউটায় জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মাদ আল ইদরিসী [১১০০-১১৬৫ খ্রি.] একজন আরব মুসলিম ভূগোলবিদ ও মানচিত্রকার ছিলেন। তিনি রাসূল স. এর দৌহিত্র হাসানের বংশধর ছিলেন। আল ইদরিসি সিসিলির রাজা ২য় রজারের (১০৯৫- ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দ) অধীনে চাকরির সময়ে তার অভিজ্ঞতা থেকে كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১১৫৪ সালে তিনি প্রাচীন বিশ্বের একটি উন্নতমানের মানচিত্র এঁকেছিলেন (Al-Sharīf al-Idrīsī, 2017)।

৫. আরবের আহমাদ ইবন মাজিদ [১৪২১-১৫০০খ্রি.] মুসলিম সমুদ্র-অভিযাত্রী ছিলেন। ভাস্কো দা গামার সহযাত্রী হিসেবে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে

ভ্রমণ করেন। ''كتاب الفوائد في معرفة علم البحر و القوائد'' তার রচিত সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ)।

৬. দশম শতকের বিখ্যাত আরব পর্যটক ও ভূগোলবিদ মুহাম্মাদ আল মাকদিসী (৯৪৫-১০০০) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (The Best Divisions for Knowledge of the Regions) তার বিখ্যাত কর্ম।

৭. স্পেনের ইবন জুবায়ের [১১৪৫-১২১৭ খ্রি.] একজন মুসলিম ভূগোলবিদ, পর্যটক এবং আন্দালুসীয় কবি ছিলেন। তিনি তার ভ্রমণকাহিনীতে তৃতীয় ক্রুসেডের আগে ১১৮৩-১১৮৫ সনে হজ্জযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনায় সুলতান সালাউদ্দীনের শাসনের চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। এছাড়া তিনি জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে সিউটা থেকে আলেক্সান্দ্রিয়া ভ্রমণ করেন।

৮. বিখ্যাত দার্শনিক, মুফাসসির ও পর্যটক, তুর্কী লেখক ও ভূগোলবিদ মুহাম্মদ বিন হাওকাল (দশম শতাব্দী)। ''كتاب صورة الأرض'' (The Shape of the Earth) তার বিখ্যাত গ্রন্থ।

ইসলামী শরীয়াতে পর্যটনের অবস্থান

س, ي, ح মূলধাতু হতে উদ্গত السياحة শব্দটিকে শরয়ীভাবে সিয়ামের অর্থে গ্রহণ করা হলেও আভিধানিকভাবে তা বিনোদন বা আবিষ্কার কিংবা জ্ঞানার্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে জমিনে ভ্রমণ করার অর্থ প্রকাশ করে (Al-Mu'jam al-Wasīt 2004, 467)। স্বাভাবিক জীবনযাপন ও জৈবিক চাহিদাপূরণ থেকে বিরত থাকার পর্যটনের এরূপ রীতিও ইসলামপূর্ব সময়ে প্রচলিত ছিলো, যাকে রাহবানিয়াহ (বৈরাগ্যবাদ) বলে আখ্যায়িত করা যায়। ইসলাম এ ধরনের সংসারত্যাগী কার্যকলাপকে সমর্থন করে না। এ ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূল স. এর কাছে ইসলামপূর্ব سياحة (সংসারত্যাগ) এর অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى "আমার উম্মতের জন্য সিয়াহা হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা" (Abū Dāwūd 2009, 2486)।

আধুনিক বিশ্বে পর্যটন শব্দটি চিত্তবিনোদনের অর্থেই নেয়া হয়ে থাকে। এ ধরণের পর্যটন ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত ছিল না। ফলে সরাসরিভাবে তা বৈধাবৈধের প্রশ্ন ওঠেনি। বর্তমান সময়ে পর্যটন বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণে এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গবেষণা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। ইসলাম ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন, মানসিক প্রশান্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, সেখান থেকেই বিনোদনমূলক পর্যটন সম্পর্কে এর অবস্থান বের করা যায়। ইসলাম ব্যক্তির প্রশান্তির ক্ষেত্রে খুবই যত্নবান। আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا.

"নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে, তোমার চোখেরও অধিকার আছে এবং তোমার স্ত্রীরও অধিকার আছে" (Al-Bukhārī 1995, 4903)।

চিত্তবিনোদনমূলক পর্যটনের ক্ষেত্রে শরীয়ার বিধান

এ ব্যাপারে দু'ধরনের বিধান রয়েছে।

১. সামগ্রিক বিধান

২. বিশেষ বিধান

সামগ্রিক বিধান

সাধারণ অর্থে পর্যটনের বিধান হলো মুবাহ (অনুমোদিত), যতক্ষণ পর্যন্ত তা অবৈধ হওয়ার কোনো স্পষ্ট কারণ পাওয়া না যায়। পর্যটন বৈধ হওয়ার পক্ষে দলীল হলো কুরআনের এই আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম" (Al-Qurān, 29:20)।

অত্র আয়াতে "বলুন, তোমরা জমিন ভ্রমণ করো" এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তাআলা নবী স. এর মাধ্যমে মানবজাতিকে আদেশ দিচ্ছেন, যাতে তারা জমিনে ভ্রমণ করে। ভ্রমণ করার অর্থ হল পর্যটন। পর্যটনের উদ্দেশ্যগুলো হলো, ভিন্ন ভাষা, জাতি ও বর্ণের মানুষের সাথে মিশে তাদের সংস্কৃতি জানা। বিভিন্ন দেশ ও স্থান ভ্রমণ করে আল্লাহ সারা দুনিয়াতে যা সৃষ্টি করে রেখেছেন সে সম্পর্কে জানা। মানবজাতির কল্যাণার্থে ভ্রমণ করা এবং সর্বোপরি নিজের দেহ ও মনের প্রশান্তি অর্জন করা (Al-Qurtubi 2007, 6/395)।

অনুমোদিত পর্যটনের অন্যতম প্রকার হল, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণার জন্য ভ্রমণ। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে" (Al-Qurān, 3: 190-191)।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল চক্ষুষ্মান বিবেকওয়ালাদের হক্ব হিসেবে বর্ণনা করছেন, যেন তারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে যাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অন্তরে উপলব্ধি করতে পারে। তাফসীরকারকগণের অনেকে মনে করেন, যে ব্যক্তি দেশ-দেশান্তরে পর্যটনের মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে আল্লাহর নিদর্শন দেখে গবেষণা করবে, সে আল্লাহর বর্ণিত বুদ্ধিমানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং এই বিবেচনায় বিনোদনমূলক পর্যটন বৈধ (Ibn Kathīr 1980, 6/73)।

ভ্রমণের দ্বারা যদি অন্তরে প্রফুল্লতা আনা উদ্দেশ্য হয়, তবে এই ধরনের পর্যটন অনুমোদিত। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যাতে সে উপকৃত হতে পারে। সুন্দর জায়গা, নদী, পাহাড় ইত্যাদি একজন মুসলিমের অন্তরের মধ্যে প্রফুল্লতা আনে, ফলে সে এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে স্মরণ করে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকেও পর্যটন বৈধ। ইমাম কুরতুবীর মতে, ক্ষতিকর হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টির উপকারী যে কোনো কিছু বৈধ হিসেবে গণ্য (Al-Qurtubi 2007, 6/426)।

বিস্তারিত বিধান

এক্ষেত্রে বিধান দুধরনের হতে পারে। প্রথমত: বিনোদনমূলক পর্যটনের ধরন অনুসারে বিধান, দ্বিতীয়ত: পর্যটনের স্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ইত্যাদি অনুসারে বিধান।

পর্যটনের ধরন অনুসারে বিধান

ক. অনুমোদিত ও বৈধ পর্যটন

পর্যটনের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান চর্চা অথবা সফরকৃত দেশে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়া অথবা মুসলিম কৃষ্টি কালচার পর্যটনস্থলে ছড়িয়ে দেয়া উদ্দেশ্য হলে এ ধরনের পর্যটন বৈধ, যদি এতে শরীয়ার কোনো হুকুম লঙ্ঘিত না হয়। নিম্নে এ ধরনের পর্যটনের দলীলসহ উল্লেখ করা হলো:

- আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সফর করা। বর্তমান সময়ে প্রচলিত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইসলামী কেন্দ্র, সংস্থা, সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষাসফর ইত্যাদি। যদি স্পষ্ট কোনো অননুমোদিত কাজ করা না হয়, তাহলে তা অনুমোদিত বা বৈধ-

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়" (Al-Qurān, 22:46)।

- আবিষ্কার, নতুন রহস্য উন্মোচনের জন্য পর্যটন বৈধ-

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর" (Al-Qurān, 16:14)।

- সভ্যতার নিদর্শন সন্ধানে পর্যটন-

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফেরদের অবস্থা এরূপই হবে" (Al-Qurān, 47:10)।

- অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানে পর্যটন-

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

"বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে?" (Al-Qurān, 6:11)।

- বিবর্তন বিজ্ঞান, গ্রহবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য পর্যটন-

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এটা আল্লাহর জন্যে সহজ। বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম (Al-Qurān, 29: 19-20)।

- আত্মিক আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে বিনোদনমূলক পর্যটন বৈধ। কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে ভ্রমণের ফলে মনে প্রশান্তি আসে।

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও" (Al-Qurān, 30: 46)।

খ. অপছন্দনীয় (মাকরুহ) পর্যটন

যে সমস্ত পর্যটনে শরীয়ার স্বাভাবিক বৈধতার সীমা ছাড়িয়ে যায় অথবা সম্ভাবনা থাকে, নিছক আনন্দফূর্তি ছাড়া অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (জ্ঞানাহরণ, প্রকৃতি দেখে আত্মার প্রশান্তি অর্জন, চিন্তা-গবেষণা, আবিষ্কার) থাকে না অথবা যে সফরে মানুষের ইহকাল অথবা পরকালীন কোনো কল্যাণকর বিষয় অনুপস্থিত থাকে, সে সমস্ত পর্যটন মাকরুহ। আল্লাহ তাআলা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে গাফেল (উদাসীন) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾

তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের কে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত (Al-Qurān, 7:51)।

সুতরাং খেলতামাশা আল্লাহ তাআলার পথ থেকে মানুষকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়। অনর্থক আল্লাহ প্রদত্ত মূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয় হওয়ার কারণে তা অপছন্দনীয় (মাকরুহ)

যে সকল পর্যটনে শরয়ী উদ্দেশ্য থাকে না, তা উলামায়ে কেরাম অপছন্দ করেছেন। কারণ এতে কোনো কল্যাণ নেই (Al-Bahūtī 1981, 3/39)।

গ. নিষিদ্ধ (হারাম) পর্যটন

যে সমস্ত পর্যটনের উদ্দেশ্য হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা হারাম। যেমন- শরীয়ার দৃষ্টিতে অপরাধ এমন কাজের জন্য ভ্রমণ করা।

বিনোদনমূলক পর্যটনের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা

ইসলামী শরীয়া যে কোনো বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং রাসূলুল্লাহ স. এর অনুসরণের মাধ্যমে মানবকল্যাণের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে (Classical Era) বর্তমান সময়কার প্রচলিত পর্যটন না থাকায় এ বিষয়ে সরাসরি কোনো নীতিমালা প্রণীত হয়নি। কিন্তু ইসলাম একটি আধুনিক এবং সময়োপযোগী জীবনব্যবস্থা হওয়ায় মানুষের সর্বকালের সব বিষয়ের নির্দেশনা এতে প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী আইনের মূলনীতির আলোকে ইসলামে পর্যটনের নীতিমালা কেমন হওয়া উচিত, তার একটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো। ইসলামে পর্যটন নীতিমালাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. সাধারণ নীতিমালা

খ. বিশেষ নীতিমালা

সাধারণ নীতিমালা

১. ইসলামের বৈধ-অবৈধ এবং অনুমোদিত-নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। পর্যটনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈধ ও অনুমোদিত বিষয়গুলো অনুসরণ করে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করতে হবে। পর্যটনস্থলে মুসলিম পর্যটক তার দীনি পরিচয় প্রকাশে বাঁধাগ্রস্ত হবে না-এমন স্থানে পর্যটন করতে হবে। কোনো বিষয় হারাম হওয়ার কোনো কারণ না পাওয়া পর্যন্ত তা হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করতে হবে। মুসলিম পর্যটক ইসলাম বহির্ভূত কাজ করলে তাকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং সৎকাজের জন্য আদেশ করতে হবে।

২. ইবাদতগুলো যথাসময়ে পালন করা। ব্যক্তিগত কাজের কারণে শরয়ী হুকুম পালনে ছাড় না দেয়া। সর্বদা শরয়ী হুকুমকে ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়া।

৩. উত্তম চরিত্র (মাকারিমুল আখলাক্ব) সংরক্ষণ করা। পর্যটনকালীন কথা, কাজ ও আচরণের মধ্যে উত্তম চরিত্র ফুটিয়ে তোলা।

৪. পর্যটন হবে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য। শারীরিক, মানসিক, শরয়ী বা বৈষয়িক কোনো উপকারিতা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এমন পর্যটন মুমিনের জন্য বর্জন করা উচিৎ। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে, আল্লাহর

আদেশ পালন হতে যা কিছু অন্যদিকে ঝুঁকিয়ে দেয় তা নিষিদ্ধ। যদি তা প্রকৃতিগত দিক থেকে হারাম না হয় তবুও, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য। একইভাবে যেসব খেলাধুলা ও ভ্রমণের দ্বারা শরীয়া অনুমোদিত কোনো ফায়দা অর্জিত হয় না বরং মানুষ বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে এমন সকল কিছুই হারাম (Ibn Taymiyyah 1978, 5/415)।

ইসলামে পর্যটনের বিশেষ নীতিমালা

১. অনর্থক সময় নষ্ট না করা

একজন মুসলিমের জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে, যেগুলো সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে সময়ের মত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য সময়ের কসম করেছেন

﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"কালের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে, তারা ছাড়া যারা ঈমানদার, সৎ কর্মশীল, পরস্পরকে সত্যনিষ্ঠার নির্দেশ প্রদানকারী এবং ধৈর্য ধারণকারী ও অবিচল" (Al-Qurān, 103:1-3)।

সময়ের গুরুত্বের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ

"মানুষের জন্য দু'টি আশীর্বাদ রয়েছে, যা অনেকেই হারিয়ে ফেলে। এগুলো হলো ভালো কাজের জন্য স্বাস্থ্য ও সময়" (Al-Bukhārī 1993, 5/2357)।

ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

"اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ , وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ , وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ , وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ , وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ"

"পাঁচটি অবস্থা আসার আগে পাঁচটি অবস্থাকে গণিমত হিসেবে গ্রহণ করো; যৌবনকে বার্ধক্যের আগে, সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, সচ্ছলতাকে দারিদ্র্য আসার পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততা আসার আগে, জীবনকে মৃত্যু আসার আগে" (Al-Tabarāni1994, 2: 348)।

২. সফরের সুন্নাহ ও আদব রক্ষা করা।

৩. সফরে ইবাদতের জন্য নির্ধারিত বিধান মেনে চলা। সালাত কসর করা, রমযানের সিয়ামের ক্বাযা আদায় করা অথবা পালন করা;

৪. ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় না করা। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহর নিষিদ্ধ ব্যাপারে খরচ না করা;

৫. পর্যটন মুসলিম দেশে হওয়া উত্তম। অমুসলিম দেশে পর্যটনের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের দীন পালনে যাতে বাঁধা না আসতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা;

৬. জ্ঞানার্জন, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি লাভ প্রভৃতির লক্ষ্যে ভ্রমণ করা;

৭. প্রচলিত পর্যটনকে ইসলামী পর্যটনে রূপান্তরের লক্ষ্যে ভ্রমণ করা;

৮. উত্তম সঙ্গীর সাথে ভ্রমণ করা।

পর্যটন শিল্পে মুসলিম দেশগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনা

মুসলিম দেশগুলো ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ধর্মীয় নিদর্শন ও স্থাপত্যশিল্প ইত্যাদিতে হাজার-হাজার বছর ধরে সমৃদ্ধ হয়ে আছে। আরববিশ্ব, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে সৌদী আরব, আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ইরান, মিসর, ইরাক, ইয়েমেন, সিরিয়া, লেবানন, ওমান, মরক্কো, তুরস্ক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, রাশিয়ার ইসলামী ইতিহাস সমৃদ্ধ বিভিন্ন স্থান, এশিয়ার অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ব্রুনেই দারুস সালাম, ইউরোপের স্পেন, ইউক্রেন, বসনিয়া হার্জেগোভিনা, আলবেনিয়া সহ আফ্রিকার আলজেরিয়া, মরক্কো, সুদান এসব দেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে পর্যটন শিল্পকে উন্নত করতে না পারায় একদিকে যেমন মুসলিম বিশ্বের ঐতিহাসিক সম্পদগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ রয়ে যাচ্ছে। তাই মুসলিম বিশ্বে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের অন্তরায়গুলো কী কী তা জানা প্রয়োজন।

মুসলিম বিশ্বে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের পথে অন্তরায়সমুহ:

১. ইসলামোফোবিয়া;

২. প্রচলিত পর্যটন হতে ইসলামী পর্যটনের পার্থক্য সম্পর্কে অজ্ঞতা;

৩. মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং গৃহযুদ্ধ;

৪. অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা ও আবাসন;

৫. নিরাপত্তার অভাব;

৬. আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর চাপানো যুদ্ধ ও অবরোধ;

৭. মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কার্যকরী আন্ত:সম্পর্কের অভাব;

৮. ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে বিভেদ (মাজহাব, শিয়া-সুন্নী)

৯. ভূ-রাজনৈতিক কারণে বিভেদ (ইরান-সৌদী আরব বিভেদ)

১০. মুসলিম পর্যটকদের চিন্তার দীনতা হেতু অমুসলিম দেশের প্রতি আসক্তি (Din 1989, 548)।

মুসলিম বিশ্বে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পক্ষে কিছু সুপারিশ নিম্নে পেশ করা হলো-

ওআইসি ও আন্তর্জাতিক মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি সুপারিশ

- ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর পর্যটন নীতিমালা ও নির্দেশনার মধ্যে সমন্বয় করা;
- দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতায় উন্নত মুসলিম দেশগুলো অনুন্নতদেরকে সহায়তা প্রদান করা;
- ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করা;
- ইসলামী পর্যটনকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করা;
- পর্যটনের প্রচারে মিডিয়ার যথাযথ ব্যবহার;
- ইসলামী পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল এবং মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ করা।

পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে সুপারিশ ও প্রস্তাবনা

- পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল পণ্য ও সেবার শতভাগ হালাল মান নিশ্চিত করা;
- শরীয়াসম্মত হোটেল ও আবাসনের ব্যবস্থা থাকা;
- পর্যটন কর্মীদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- পর্যটন কর্মীদের জন্য বিধিসম্মত ড্রেসকোড থাকা;
- নারী-পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রাখা;
- থাকার উপযুক্ত জায়গা এবং এর সুব্যবস্থাপনা;
- হোটেলে সালাতের ব্যবস্থা রাখা;
- রমযান মাসে রোযা রাখার সুবিধাসম্মত ব্যবস্থা রাখা।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, পর্যটন আধুনিক বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প। বিশ্ব অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং পরিবেশনীতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে এই শিল্পকে লক্ষ্য করে। প্রচলিত পর্যটন ও ইসলামে পর্যটনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ৩০ ভাগ জনসংখ্যা মুসলিম। এসব মুসলিম জনগোষ্ঠী পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবস্থান করছে। ইসলামী পর্যটনের প্রথম উদ্দেশ্য হবে, মুসলিম পর্যটকদেরকে অমুসলিম সংস্কৃতি হতে ফিরিয়ে রাখার পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো। অপরদিকে অমুসলিম পর্যটকদেরকে মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনব্যবস্থার সুফল উপলব্ধি করিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা। সার্বিকভাবে ইসলামকে বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা হিসেবে স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে ইসলামী পর্যটনের বিকাশ ঘটানো এখন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

BIBLIOGRAPHY

Al-Qurān

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Azdī al-Sijistānī. 2009. *Sunan Abī Dawud*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Bahūtī, Mansūr ibn Younus Ibn Idrīs. 1981. *Kashshāf al-Qinā'*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Bukhārī, Abū Abdullah Muhammad Bin Ismail 1993. Al Jami‘ al-Sahīh. Vol-7. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Idrīsī Al-Sharf, Arab geographer Britannica.com. Accessed November 13, 2017.

Al-Jawziyya, Ibn Qayyim. 2004. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb il 'ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Mu'jam al-Wasīt an Arabic-Arabic Dictionary Compiled by a Group of Scholars. 2004. 4th Edition Egypt: Maktaba Shurūq al Dawliyyah.

Al-Qurtubī, Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansārī. 2007. *Al Jāmi Liat Ahkām al-Qurān.* Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmīyyah.

Al-Shātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Ishāq. 2012. *Al-Muwafaqāt fī usul al-sharī'ah (The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law)* Vol. 1 Translated by Imrān Ahsan Khan Nyazee UK: Garnet Publishing, Limited.

Al-Tabarani, Abū Al-Qāsim Sulaymān ibn Ayyūb 1994. *Al Mu'jam Al Kabīr*. 2nd Edition. Cairo: Maktabtu ibn Taimiyyah.

Al-Tabarī, Abū Za‘far Mohammad ibn Zarīr. 2001. *Jāmi‘ al-bayān fī tafsīr al-Qurān*. Kuwait: Markaz Al-Buhūth Wa Al-Dirāsāt Al-Kuwaītīyyah.

Battour, Mohamed, and Mohd Nazari Ismail. 2016. "Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future." *Tourism management perspectives.* V. 19; 150-154.

BTB Act, Bangladesh Tourism Board Act, 2010. Act 37, Justice and Parliamentary Affairs: People's Republic of Bangladesh.

Din, Kadir H. 1989. "Islam and tourism: Patterns, issues, and options." *Annals of tourism research 16*, no. 4. 542-563.

Fazlur Rahmān, Md. 2015. *Adhunik Arabic- Bangla* Ovidhan (Modern Arabic-Bengali Dictionary*)*. Dhaka: Riyad Publication.

Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. 2012. *Tourism: principles, practices, philosophies*. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Homayoon, M. H., 2005. Tourism, Intercultural Communication. *Tehran University of Imam Sadeq (AS)*.

Ibn Battūta, 2004. *Travels in Asia and Africa*: *1325-1354*. New york: Routledge Curzon.

Ibn Hibbān, Abū Hātim Muhammad Ibn Hibbān ibn Ahmad al-Tamimi al-Busti. 1993. Sahīh Ibn Hibbān. 2nd Edition. Beirut: Al-Risalah Foundation.

Ibn Kathīr, Isma'īl Ibn Umar Ibn Kathīr 1980. Tafsīr Al-Qurānil `Adhīm. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Taymiyyah, Taqī ad-Dīn Ahmad. 1978. Majmu' al-Fatawa. Compiled by Abdur Rahman al-Qāsim. Riyaelh: King Fahd Complex.

Ibn`Āshūr, Muhammad al-Tāhir. 1993. Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr. Tunis: Dār al-Tunisīyyah.

Naqūr, Hāshim bin Muhammed bin Hussain. 2003. Ahkāmus Siyāhati Wa Athāruhā (*Rules and Effects of Tourism*). Dammām: Dār Ibn Al-Jawzī Publication and Distributors.

Omar, Che Musa Che, Mohammad Serazul Islam, and Noormuthaah Mohamad Ali Adaha. 2013. "Perspectives on

Islamic tourism and Shariah compliance in the hotel management in Malaysia." *Islamic Economics and Business*.

Polo, Marco. 1918. *The Travels of Marco Polo*. London: JM Dent & Sons.

Tajzadeh, N. A. A. 2013. "Value creation in tourism: an Islamic approach." *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* V. 4, no. 5. 1252-1264.

UNWTO, United Nation's World Tourism Organization. 1995. *Technical Manual, Collection of Tourism Expenditure Statistics*. Madrid, Spain.

UNWTO, United Nations World Tourism Organization. 2017. *Tourism Highlights*.